রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৬ নভেম্বর ১৯৯৯/২ অগ্রহায়ণ ১৪০৬

নং সকম/প্রতিবন্ধী/৪৮/৯৮-৪৩৩—মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের Vetting গ্রহণপূর্বক The Societies Registration Act, ১৮৬০ এর আওতায় সরকার "জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন" গঠন করেছেন। "জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন" এর সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্র সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে এতদসংগে প্রকাশ করছে।

ডঃ ক্ষণদা মোহন দাশ
সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

দি সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট ১৮৬০
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
এর
সংঘস্মারক

The Societies Registration Act 1860
Memorandum of Association
of
National Foundation for Development of the Disabled Persons

মুখবন্ধ ঃ

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে এবং যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, সম্ভব সবধরণের সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী এবং যেহেতু ১৯৯৭ সনের ৩রা ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে দ্বিতীয় দক্ষিণ এশিয় সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে তহবিল গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন এবং যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উক্ত আগ্রহ ও আশ্বাসকে বাস্তবায়ন করতে বর্তমান অর্থ বাজেটে প্রতিবন্ধীদের সহায়তাদানে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সেহেতু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন করা হল।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা ও কারণ সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটির তথ্য অনুযায়ী উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের মোট জনসংখ্যার ১০% লোক প্রতিবন্ধী। এই সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচেছ। জন্মগত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, অপুষ্টি, পরিবেশ দূষণ, নানাবিধ রোগ ও অন্যান্য কারণ এই প্রতিবন্ধীত্বের কারণ।

প্রতিবন্ধীত্বসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে মুলতঃ মোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ—

১। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।

২। শারীরিক প্রতিবন্ধী।

৩। শ্রবণ প্রতিবন্ধী।

৪। মানসিক প্রতিবন্ধী।

৫। অন্যান্য কারণে প্রতিবন্ধী।

প্রতিবন্ধীদের জন্য উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক যে সমস্ত কর্মসূচী সরকারী ও অসরকারী পর্যায়ে বর্তমানে বিদ্যমান তা চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল বিধায় প্রতিবন্ধীদের সেবায় যথার্থ ও শক্তিশালী ভূমিকা রাখার জন্য সরকার জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয় সাধন এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়ন বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

ধারা-১ ঃ নামকরণ ঃ এই সোসাইটির নাম "জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন" নামে অভিহিত হবে।

ধারা-২ ঃ ঠিকানা ঃ রাজধানী ঢাকা শহরের যে কোন সুবিধাজনক স্থানে ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হবে। প্রয়োজনবোধে পরিচালকমণ্ডলী ভবিষ্যতে দেশের যে কোন স্থানে শাখা অফিস স্থাপন করতে পারবেন।

ধারা-৩ ঃ কর্মএলাকা ঃ সমগ্র বাংলাদেশ।

ধারা-৪ ঃ উদ্দেশ্য ঃ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবে ঃ—

(১) বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী নাগরিকগণের সমমর্যাদা, অধিকার, পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ।

(২) প্রতিবন্ধীত্বের কারণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা/প্রকাশনা ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ। এই লক্ষ্যে জাতীয়, আন্তর্জাতিক দিবস ও উৎসবসমূহ উদ্‌যাপন করা।

(৩) প্রতিবন্ধীদের জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকরণ এবং সহযোগিতা প্রদান,

স্টাইপেন্ড, বৃত্তি, ফেলোশীপ প্রদান করা,

কমিটি, সাব-কমিটি এবং স্টাডি গ্রুপ গঠন,

সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং কনফারেন্সের আয়োজনকরণ,

ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যকে অগ্রবর্তী করার উদ্দেশ্যে মনোযোগ, বুলেটিন, জার্নাল, সাময়িকী ও পুস্তিকাদি প্রকাশনা।

(৪) প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত ও সনাক্তকরণপূর্বক বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৫) প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে কর্মরত প্রতিষ্ঠান/সমিতি/সংগঠন/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধন।

(৬) প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধকরণ।

(৭) প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

(৮) প্রতিবন্ধীদের অন্তর্নিহিত মেধা বিকাশের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রশিক্ষণকে কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, উৎপাদন ও বন্টনের পদক্ষেপ গ্রহণসহ এ কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সমূহকে সহায়তা প্রদান।

(৯) প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক, প্রশিক্ষক তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহণ।

(১০) দেশে বিদ্যমান পেশা অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা যাতে তারা যোগ্যতা অনুযায়ী সহজে চাকুরী/কর্মসংস্থান কিংবা স্বাবলম্বী হবার মাধ্যমে পুনর্বাসিত হতে পারেন। বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও অসরকারী সংস্থায় কোটা/কোটা বহির্ভূত চাকুরী প্রাপ্তির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ।

(১১) প্রতিবন্ধীদের ধরণ অনুযায়ী চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য বিশেষ ও উপযোগী পরিবেশসম্পন্ন অবকাঠামো তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বিদ্যমান হাসপাতাল সমূহকে এ বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান।

(১২) আত্মকর্মসংস্থানের ব্যাপারে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের আর্থিক ও সহায়ক উপকরণ দিয়ে সাহায্যকরণ।

(১৩) গুরুতর ও অতিগুরুতর প্রতিবন্ধীদের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক হোম বা প্রতিবন্ধী নিবাস চালু ও পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ।

(১৪) প্রতিবন্ধীদের সমাজে সঠিক অর্থে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আইনগত অধিকার নিশ্চিত করার সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পদ অর্জনে আইনগত সহায়তা দান।

(১৫) সরকারী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

(১৬) প্রতিবন্ধীদের শৈল্পিক বা সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশ, বিনোদন ও তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং গণ-যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১৭) প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া ও শরীরচর্চা বিষয়ক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করা এবং এসব কর্মকান্ডকে বাস্তবায়ন করতে সহযোগিতা করা।

(১৮) ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিবন্ধীদের আজীবন সেবা-যত্নের লক্ষ্যে তাদের পিতামাতা বা অভিভাবককে সম্ভাব্য সব ধরণের সাহায্য করা। শ্রেষ্ঠ সেবাদানকারীকে পুরস্কারের মাধ্যমে উৎসাহিত করা।